52

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 APR 199[illegible]
পৃঃ 7 কলাম 2

২ মে পর্যন্ত ক্লাস ও ৬ মে পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ফের ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ ॥ গুলি ভাংচুর অগ্নিসংযোগ শতাধিক নেতাকর্মী আহত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ মঙ্গলবার ৪৮ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফের ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে ৪ ঘণ্টাব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় একজন পুলিশসহ উভয় সংগঠনের শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। ক্যাম্পাস পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। ভাংচুর হয়েছে ৪টি হলের প্রায় এক শ' কক্ষ। আগুন দেয়া হয়েছে একটি কটেজে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সংঘটিত এ ঘটনার পর শিবিরকর্মীরা বিকালে নগরীতে এলোপাতাড়ি গাড়ি ভাংচুর এবং সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বিকালে জরুরী সভায় মিলিত হয়ে আগামী ২ মে পর্যন্ত ক্লাসসমূহ ও (২-এর পৃঃ দেখুন)

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে

(প্রথম পাতার পর)

৬ মে পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। সিন্ডিকেট প্রতি হল থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের নির্দেশ দিলে রাতেই তা শুরু হয়। রাত ৯টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অভিযান চলছিল। এদিকে অধ্যাপক ডঃ আনোয়ারুল আজিমকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার প্রতিবাদে শিবির মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। পাশাপাশি ছাত্রলীগ, ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত ছাত্রঐক্য প্রতিবাদ সমাবেশসহ ধর্মঘট প্রত্যাখ্যান কর্মসূচী দেয়। সকাল ৮টা থেকেই শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে সশস্ত্র জঙ্গী অবস্থান নিয়ে ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে। এ সময় সকাল ১০টায় মিছিল চলাকালে শাহ আমানত হলের সামনে ১ রাউন্ড গুলির শব্দ শুনে উভয় দল ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শুরু হয় ধাওয়া পাল্টাধাওয়া। মুহুর্মুহ গুলির শব্দে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে একে একে ৬টি হলে। শুরু হয় কক্ষ ভাংচুর। শিবির আলাওল ও এফ রহমান হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের কক্ষসমূহ এবং ছাত্রলীগ শাহজালাল ও শাহ আমানত হলে শিবিরের কক্ষসমূহ ভাংচুর করে। বিভিন্ন স্থানে কিরিচ, লাঠিসোটা, লোহার রড নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয় চোরাগোপ্তা হামলা। উভয়পক্ষে শতাধিক রাউন্ড গুলি চলে। সংঘর্ষে উভয় সংগঠনের প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়। তন্মধ্যে অধিকাংশই শিবিরের। ৩০ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়। সংঘর্ষ চলাকালে মোঃ আবু ইউসুফ নামে একজন পুলিশ কনস্টেবল পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় ২০ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ ও টিয়ার গ্যাসসেল নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষ চলাকালে ক্যাম্পাসে আড়াই শ' পুলিশ ও বাইরে বিপুলসংখ্যক বিডিআর মোতায়েন ছিল।

বিকাল ৩টায় চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার আব্দুর রউফের নেতৃত্বে পুলিশ ৬টি ছাত্র হলে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ২টি অস্ত্র উদ্ধার করেছে। এ সংঘর্ষের পর ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ জালাল, শাহ আমানত ও আব্দুর রব হলসহ ক্যাম্পাসে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। শিবির আলাওল, এফ রহমান হলসহ দক্ষিণ ক্যাম্পাসে সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে। হলের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রাণভয়ে হল ছেড়ে চলে যায়।

সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত ৮টা থেকে প্রতিটি হলে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। উচ্ছেদ অভিযান শুরু হওয়ার পর শিবিরের আর্মস ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা গ্রামে অবস্থান গ্রহণ করে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, শিবিরকর্মীরা সংগঠিত হয়ে পুনরায় যে কোন সময় আবারও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটাতে পারে। মঙ্গলবারের সংঘর্ষের ঘটনার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শিবির সন্ত্রাসীমুক্ত বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে। দীর্ঘ প্রায় ১ যুগ ধরে মৌলবাদী এই ছাত্র সংগঠনটির একক আধিপত্যে ক্যাম্পাস ছিল অবরুদ্ধ।

এদিকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবির বৃহস্পতিবার বৃহত্তর চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতালের ডাক দিয়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবরোধ আহ্বান করেছে।